দৈনিক খবর

তারিখ ... 15 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১২ ...

8

84

জগন্নাথ হলে সংঘর্ষঃ গুলীঃ আহত ৬

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে দু'পক্ষের ব্যাপক গোলাগুলীতে তিনজন গুলীবিদ্ধসহ ছয়জন ছাত্র মারাত্মক আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে থেমে থেমে সাড়ে তিনঘন্টা মুখোমুখি সংঘর্ষকালে শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় এবং জগন্নাথ ও শহীদুল্লাহ হলে উভয়পক্ষের প্রায় ২৫টি কক্ষ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

জানা গেছে, জগন্নাথ হলের ৩২৬ নম্বর কক্ষের একটি সিটের দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (শা-অ) ছাত্রলীগ (না-শ) মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত। রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত

শেষ পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে

জগন্নাথ হলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেমে থেমে এ সংঘর্ষ চলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রলীগ (না-শ) আকস্মিক অভিযান চালিয়ে হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পরে ছাত্রলীগ (শা-অ) পাল্টা অভিযান শুরু করলে ব্যাপক গোলাগুলী, মারপিট ও ভাংচুর শুরু হয়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রয়েছে এবং গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ব্যাপক গোলাগুলী চলাকালেও জগন্নাথ হলের আশেপাশে ব্যাপক পুলিশ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ছয়জন মারাত্মক আহত হয়। এদের মধ্যে তিনজন গুলীবিদ্ধ। আহতরা হলেন- ছাত্রলীগের (শা-অ) বিকাশ (২২) ও বিশ্বজিত (২৩) এবং ছাত্রলীগের (না-শ) অসীতচন্দ্র হাওলাদার (২৪), শুকুমার চন্দ্র লস্কর (২৩), প্রশান্ত (২০) ও অমলেন্দু শিকদার। এদের মধ্যে অমলেন্দু শিকদার বাদে অন্যদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষকালে জগন্নাথ হলে প্রায় ২০টি কক্ষে ভাংচুর ও মালামালে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এগুলো ছাত্রলীগ (না-শ) সমর্থকদের বলে জানা গেছে।

এদিকে এ সংঘর্ষের জের হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে! ছাত্রলীগ (না-শ) সমর্থকরা জগন্নাথ হলের বাইরে অবস্থান করছে। গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় একদল ছাত্র শহীদুল্লাহ হলে প্রবেশ করে এক নম্বর বর্ধিত ভবনের ১৫ নম্বর কক্ষ এবং ২ নম্বর বর্ধিত ভবনের ৬১৪ ও ৬১৫ নম্বর কক্ষে হামলা চালায় এবং ৬১৪ ও ৬১৫ নম্বর কক্ষের মালামালে অগ্নিসংযোগ করে এবং ১৫ নম্বর কক্ষের মালামাল সামনের পুকুরে ফেলে দেয়। পরে হলের মধ্যে পুলিশ অবস্থান নেয়। শহীদুল্লাহ হলের ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষগুলো ছাত্রলীগ (শা-অ) সমর্থকদের বলে জানা গেছে।

গতকাল সকাল থেকে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন বলে জানা গেছে।